22 MAR 2016

তারিখ ... 21 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ২ ...

প্রাথমিক শিক্ষা : সঠিক পথের সন্ধানে

শিক্ষা | অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান

প্রাক্তন পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সমকালে ১৩ মার্চ প্রকাশিত প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ এবং পথভ্রষ্টতা শিরোনামের লেখাটির মূল বক্তব্য ছিল মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে পরিচালনা করলে ওই শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষা হয় না। আজকের লেখাটির দুটি অংশ। প্রথমেই দেখতে চেষ্টা করব যেভাবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা চালুর প্রক্রিয়া শুরু করতে যাচ্ছে তাতে কী সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে এবং তার ফলে সরকার কীরূপ বিব্রতকর অবস্থায় সম্মুখীন হবে। দ্বিতীয় অংশে অনুসন্ধান করা হবে কম সময়ে, কম খরচে কীভাবে মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম ফলপ্রসূ করা যায়।

বর্তমানে ৭০ হাজার প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে (পঞ্চম শ্রেণী শেষে) শিক্ষার্থীরা ২০ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়। অর্থাৎ ২০ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফিডার প্রতিষ্ঠান ৭০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুসারে প্রতি শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০-এ সীমাবদ্ধ রাখলেও ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষা পরিচালনার জন্য এখন ২৫ হাজারের বেশি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হবে না। বর্তমান প্রক্রিয়া অনুসারে ২৫ হাজার বিদ্যালয়ে নতুন শ্রেণীকক্ষ তৈরি করে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে গেলে প্রতি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত কমপক্ষে চারটি অর্থাৎ মোট এক লাখ নতুন শ্রেণীকক্ষ তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি, এক লাখ শ্রেণীকক্ষে নতুন আসবাবপত্র সরবরাহ করতে হবে। এ জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার, অনেক বিদ্যালয়ে উন্নয়ন বর্ধন সম্ভব হবে না, অনেক বিদ্যালয়ে জমি পাওয়া যাবে না। এবার ২৫ হাজার স্কুলে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা চালুর দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই। কিন্তু ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োজন হবে। গণিতের শিক্ষক ইংরেজি বা বাংলা পড়াবেন না বা বাংলা/ইংরেজি/গণিতের শিক্ষক ধর্ম পড়াবেন না। প্রধান প্রধান বিষয়ের বিষয় শিক্ষক ছাড়াও প্রতি বিদ্যালয়ে একজন শারীরিক শিক্ষা, ধর্ম শিক্ষা (একাধিকও লাগতে পারে), চারু ও কারুকলার শিক্ষক লাগবে। অর্থাৎ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে কমপক্ষে ছয়জন অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। এ হিসাবে ২৫ হাজার বিদ্যালয়ে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা খরচ কিন্তু এককালীন নয়, বরং পৌনঃপুনিক। এ জন্য প্রতি বছর রাজস্ব খাতে বাড়তি বরাদ্দ রাখতে হবে। ধরে নিলাম সরকারের এক লাখ পঞ্চাশ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে এবং এক লাখ শ্রেণীকক্ষ তৈরি করে আসবাবপত্র দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা চালু করার সক্ষমতা আছে। কিন্তু এখানেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে না। তখন শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার জন্য বর্তমানে চালু জুনিয়র হাই স্কুল এবং হাই স্কুলে যাবে না। ওইসব বিদ্যালয়ে বর্তমানে যেসব শিক্ষক কর্মরত আছেন তাদের কী হবে? তারা কি চাকরিচ্যুত হবেন, নাকি সরকার তাদেরকে বসিয়ে বসিয়ে এমপিওর টাকা দেবে? অনেকে বলতে পারেন নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে যাবে এবং ওইসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ প্রাথমিক শিক্ষক হবেন। কিন্তু বর্তমানে ১৮ হাজার বেসরকারি

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত প্রায় দুই লাখ ৭০ হাজার শিক্ষকের মধ্যে কমবেশি দুই লাখ শিক্ষকের স্নাতকোত্তর বা চার বছর মেয়াদি স্নাতক ডিগ্রি নেই। তারা নতুন কাঠামো অনুসারে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে অর্থাৎ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ানোর যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। এমতাবস্থায় তাদের কী হবে? বর্তমান সরকার জনগণের সরকার। এ সরকার নিশ্চয় বিনা অপরাধে কাউকে ছাঁটাইও করবে না, আবার কাজ ছাড়া বসিয়েও জনগণের টাকা দেবে না। আসল কথা হচ্ছে, জনস্বার্থে আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতেই হবে; কিন্তু নতুন শ্রেণীকক্ষ তৈরি এবং নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে তা করা যাবে না, করা ঠিকও হবে না। এতে সরকারকে বিব্রতকর সমস্যায় ফেলা হবে। তা করার জন্য আসুন বিকল্প পথের অনুসন্ধান করি। প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বৃদ্ধি সম্পর্কিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হচ্ছে একাডেমিক।

শিক্ষার দর্শন, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার দর্শনভিত্তিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বিষয় (Subject), বিষয়বস্তু (Content), শিখন-শেখানো পদ্ধতি, মূল্যায়ন পদ্ধতি– সর্বোপরি শিশু-মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালন ইত্যাদির সমন্বয় ঘটিয়ে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন। শিক্ষার এই পরিকল্পনাই শিক্ষাক্রম। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করে সেই অনুসারে শিখনসামগ্রী তৈরি করতে হবে। প্রণীত শিক্ষাক্রম ও শিখনসামগ্রীর ব্যবহার এবং প্রাথমিক শিক্ষার বৈশিষ্ট্যের ওপর শিক্ষকদের নিবিড় প্রশিক্ষণ দিয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা যায়। নতুন শিক্ষক নিয়োগ না করে বর্তমানে নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কর্মরত শিক্ষকবৃন্দ (যাদের চার বছর মেয়াদি স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেই) তাদের দ্বারাই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা সম্ভব। আবারও বলছি, তা করার পূর্বে তাদেরকে উল্লিখিত বিষয়ে নিবিড় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী না থাকলে ওইসব বিদ্যালয়ে কিছুসংখ্যক শ্রেণীকক্ষ অব্যবহৃত থাকবে। প্রয়োজনে ওই সব শ্রেণীকক্ষে প্রাথমিকের ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ক্লাস চালানো যাবে। এতে আপাতত নতুন কক্ষ ও আসবাবপত্রের প্রয়োজন হবে না। ২০১৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হলে চলতি মাসেই (মার্চ/১৬) জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটি শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করবে, কমিটির নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে শিখনসামগ্রী (পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও অন্যান্য সামগ্রী) প্রণীত হবে এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। সময়ক্ষেপণ করা হলে অল্প সময়ে কমিটির পক্ষে মানসম্মত শিক্ষাক্রম ও শিখনসামগ্রী প্রণয়ন সম্ভব হবে না।

অনেকের প্রশ্ন– বর্তমানে নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে প্রাথমিকের শিক্ষক হতে অনীহা প্রকাশ করবেন। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুসারে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করা হলে এ সমস্যা থাকবে না। উল্লেখ্য, বর্তমানে এ পর্যায়ের শিক্ষকরা এমপিওভুক্ত, তাদের চাকরি সরকারিকরণ করা হলে খুব বেশি অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে না। জাতীয়করণ করা হলে প্রাথমিকের শিক্ষক হতে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে কোনো বিরোধিতা না থাকারই কথা।

প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ বৃদ্ধির দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিষয় দুটি হচ্ছে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস এবং একই আঙিনায় পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাক্রম চালু করা। ২০১৮ সালে চালু করার জন্য এখনও ২১ মাস সময় আছে। তা করার জন্য এ সময় যথেষ্ট। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসে ছয় মাসের বেশি লাগার কথা নয়। ভৌত অবকাঠামোগত সমস্যার সমাধানও সম্ভব। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই আঙিনায় পূর্ণাঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা যাবে, অন্যান্য ক্ষেত্রে নিকটস্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অব্যবহৃত শ্রেণীকক্ষে শুরু করা যাবে। বর্তমানে যেমন মাধ্যমিক শিক্ষার তিনটি উপস্তর: যেমন– নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক চালু আছে। অনুরূপ প্রাথমিক স্তরেরও দুটি উপ-স্তর–ক. প্রাথমিক স্তর (প্রথম থেকে পঞ্চম); খ. উচ্চ-প্রাথমিক স্তর (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম) থাকতে পারে। যেসব ক্ষেত্রে আলাদা দুটি স্থানে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালিত হলেও প্রধান শিক্ষক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আঙিনায় এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক বর্তমানে চালু প্রাথমিক শিক্ষার আঙিনায় বসবেন। তবে প্রথম থেকে অষ্টম সব শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন প্রধান শিক্ষক, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ক্ষেত্রে তাকে সহকারী প্রধান শিক্ষক সহায়তা করবেন। এ ক্ষেত্রে একই প্রতিষ্ঠান দুই আঙিনায় পরিচালিত হবে।

পরিশেষে বলব, আসুন আমরা সবাই এই মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সরকারকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করি। সরকারের কাছে বিনীত নিবেদন, সহযোগিতা করার সুযোগ সৃষ্টি করুন। উন্নতমানের প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জীবনকে সুদৃঢ় ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমাজসেবামূলক কাজ। এ কাজে সক্ষমদের আন্তরিকতার সঙ্গে অংশ নেওয়া শুধু জাতীয় দায়িত্ব নয়, নৈতিক কর্তব্যও বটে।

semzs@yahoo.com